Shangri-la
প্রগতি চিত্র প্রতিষ্ঠানের
নিবেদন
সন্ধ্যারাণী • রবীন
অসিত • পাহাড়ী
রেণুকা • পদ্মা
বাণী গাঙ্গুলী
অনুপকুমার
অভিনীত
রাত্রিশেষে
পরিচালনা
সন্তোষ গুহরায়
22-3-57
প্রযোজনা মণীন্দ্র সরকার
সুরসৃষ্টি ওস্তাদ আলি আকবর খান

প্রগতি চিত্র প্রতিষ্ঠানের নিবেদন

রাত্রিশেষে

প্রযোজনা : **মণীন্দ্র সরকার**

চিত্রনাট্য, চিত্রগ্রহণ, পরিচালনা : **সন্তোষ গুহরায়**

কাহিনী : মানিক গুহ রায়
সংলাপ : অনিল ঘোষ
শব্দানুলেখন : জে, ডি, ইরাণী
সংগীত শব্দানুলেখন : সত্যেন চ্যাটার্জি
সম্পাদনা : শিব ভট্টাচার্য্য
শিল্পনির্দ্দেশ : গৌর পোদ্দার
পট শিল্পী : অমিতাভ বর্দ্ধন
আলোক শিল্পী : শান্তি সরকার

গীতিকার : বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী
শ্যামল গুপ্ত
ব্যবস্থাপনা : পরিতোষ রায়
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা : প্রমোদ সরকার
নৃত্যে : বিনয় ঘোষ
রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী
পরিচয় লিপি : সুনীল দাস গুপ্ত
প্রচার সচিব : ধীরেন দত্ত

সুর সৃষ্টি : **ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ।**

কণ্ঠ সংগীতে : সতীনাথ মুখোপাধ্যায় - মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় - আলপনা বন্দোপাধ্যায়
যন্ত্র সংগীতে : নিখিল ব্যানার্জি - আশীষ কুমার - শিশিরকণা - সাগীরুদ্দীন
রাধাকান্ত - ভি, বালসারা - বাসু - মনোহারী - রবীন
বাবাজী - নির্মল - ফণী প্রভৃতি।

—সহকারীগণ—

পরিচালনায় : অনিল ঘোষ
অজিত চক্রবর্তী
বীরেন মুখার্জী
চিত্রশিল্পে : রঞ্জিত চ্যাটার্জী
সুনীল চক্রবর্তী
ক্ষেত্রমোহন লেংকা
সম্পাদনা : অমলেশ সিকদার
রূপসজ্জায় : নৃপেন চ্যাটার্জী
অনাথ মুখোপাধ্যায়
গৌর

সুরসৃষ্টি : ধ্রুব চক্রবর্তী
ব্যবস্থাপনায় : ঝণ্টু, ঈশ্বর, কেষ্ট,
মহেন্দ্র, নোয়া।
আলোকচিত্রে : তারাপদ, আমেদ,
মনোরঞ্জন, বিনয়
প্রচার : সুনীল চ্যাটার্জী
প্রচারকার্য্যে : অনুপ, আল্পনা,
জয়দেব প্রভৃতি।
স্থিরচিত্রে :—ষ্টুডিও ফ্লিক,
ষ্টুডিও সাঙ্-রিলা, ফটো আর্টস্

পৃষ্ঠপোষক :—শ্রীমতী রেবা ঘোষ, নীরেন্দ্র নাথ সরকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—কে, জি, দোসানী ; কে, সি, গুপ্তা ; জীবন দত্ত ; এন, সি, ঘোষ ; ডাঃ এ, এন, মুখার্জী, বোস এণ্ড সন্স।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে রীভস্ ও আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ফিল্ম সর্ভিসেস্ ল্যাবরেটরীতে বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক : **সিনে ফিল্মস্ প্রাইভেট লিঃ।**

রাত্রি শেষে

(সংক্ষিপ্ত কাহিনী)

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই—"

……সাধ থাকলেও চিরদিন বাঁচবার সাধ্য মানুষের নেই। এপারের দেনা-পাওনা না চুকিয়ে অতর্কিতেই তাকে ওপারের ডাকে সাড়া দিতে হয়। মনোরমার স্বামীকেও তাই দিতে হ'য়েছিল কন্যা কৃষ্ণার হাত ধ'রে সহায়হীনা মনোরমাকে আশ্রয় নিতে হ'ল দেবর অনাদিনাথের সংসারে। মাথা গুজবার ঠাঁই পেল মনোরমা কিন্তু জা-য়ের মনে তিলমাত্র ঠাঁই পেলেন না। অনিবার্য্য দুঃখের সঙ্গে রফা ক'রেই কৃষ্ণাকে নিয়ে রইলেন।

প্রতিবেশী যুবক নরেন, মামার স্নেহে লালিত, দেহ মন দু'ই তার সুন্দর! কৃষ্ণার গানে সে মুগ্ধ হ'ল। কৃষ্ণাকে দিতে এল তার রামধনু রাঙা প্রেম, কিন্তু বেকারের জীবনে প্রেমের মূল্য কতটুকু? কৃষ্ণা দিল তাকে প্রেরণা, জীবন-শক্তি। জীবনকে বাদ দিয়ে ত' প্রেম নয়? …নরেন উদ্বুদ্ধ হ'ল। মামার সহায়তায় কঠোর কর্ম্ম-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। তার জীবনে আজ ধ্রুবতারা কৃষ্ণা…. আর কৃষ্ণা? সেও চাইল নরেনকে একান্ত আপনার ক'রে। কিন্তু চাওয়া আর পাওয়ার মাঝে বাধা যে অনেক! সামান্য কাঁচের চুরি নেওয়ার অপরাধে কৃষ্ণা তিরস্কৃত হ'ল তার কাকীমার কাছে।……

এরপর কৃষ্ণা ও তার মা'র জীবনে দুঃখের অন্ধকার আরও ঘনিয়ে এল। কৃষ্ণার একমাত্র দিদির অসুস্থতার সেবা যত্ন করার ভার নিয়ে মনোরমা ও কৃষ্ণাকে চন্দননগরে

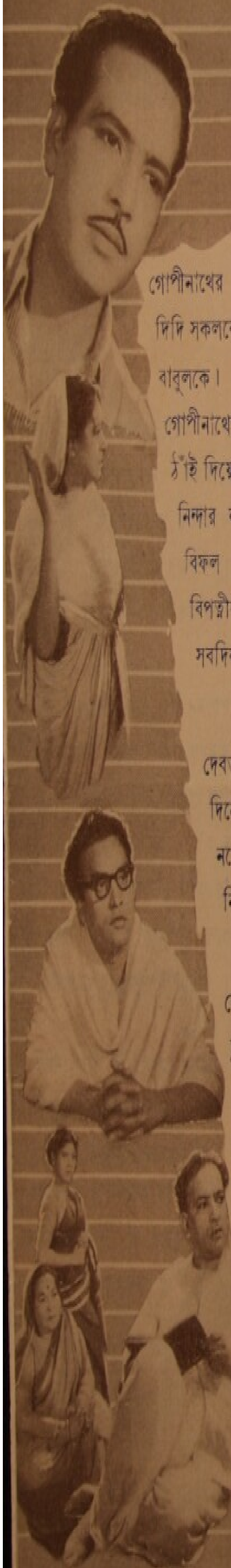

গোপীনাথের বাড়ীতে আসতে হ'ল। কিন্তু ভাগ্যের চরমাঘাতে কৃষ্ণার দিদি সকলকে কাঁদিয়ে ওপারে চলে গেল। রেখে গেল একমাত্র শিশুপুত্র বাবুলকে। বাবুলকে লালন পালন করতে কৃষ্ণা ও মনোরমাকে গোপীনাথের সংসারে থেকে যেতে হ'ল। কিন্তু অনূঢ়া কৃষ্ণাকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে সচ্চরিত্র সদাশিব গোপীনাথকে তথাকথিত সমাজের লোক' নিন্দার কবলে প'ড়তে হ'ল! কৃষ্ণাকে পাত্রস্থ ক'রতে গিয়েও গোপীনাথ বিফল হ'ল। অকূলে প'ড়ল গোপীনাথ, সতীর্থের পরামর্শে শেষে বিপত্নীক গোপীনাথ নিজেই কৃষ্ণাকে বিয়ে ক'রবার মনস্থ ক'রল...... সবদিক থেকেই সম্মতি পেল সে।

আর কৃষ্ণার জীবনে নিরাশার আঁধার নেমে এল। তারধ্যানের দেবতা, মনের-মানুষ, নরেন আজকোথায়? কৃষ্ণা সে তারই জন্য দিনের পর দিন উন্মুখ হ'য়ে প্রেমের স্বপ্ননীড় রচনা ক'রেছে! নরেন কি তবে জানতে পারেনি যে কৃষ্ণার জীবনে কত বড় নিকষকুটিল তমিস্রা ঘনিয়ে এসেছে?

এই যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, অবমাননার পিঞ্জর থেকে কে তাকে মুক্তি দেবে আজ? প্রেম কি তবে নরেনের দেওয়া রঙীন কাঁচের চুরির মতই ভঙ্গুর?

স্বল্পবিত্ত বাঙালীর ঘরে এমন অনেক কৃষ্ণাই র'য়েছে যাদের প্রেম, সমাজ ও জীবন সংগ্রামের ত্রিধারা স্রোতে ভেসে যেতে হয়, কিন্তু ভেসে গিয়ে তাদের জীবনতরী কোন তীরে ভেড়ে?...

কৃষ্ণার জীবনের শেষটুকুই আপনাদের শেষ কথা ব'লে দেবে..

সঙ্গীতাংশ

(১)

(কৃষ্ণার গান)

ভয় কিরে মন পার হ'য়ে চল্
তিমির-অন্ধকার।
আলোর দেবতা খুলে দেবে তোর
রাতের বন্ধ দ্বার॥
ভয়ের শিকলে চরণ বাঁধিয়া
কি হবে রে মন, মিছেই কাঁদিয়া?
এই ভয় আর এই সংশয়
নয়রে বিষম-ভার॥
নয়ন থাকিতে অন্ধ যাহারা
চরণ থাকিতে চলে না।
তাদের লাগিয়া ভাগ্য-বিধির
পাষাণ-হৃদয় গলে না॥
জীবন-আকাশে আলোছায়া তলে
আশার-তারকা নিশিদিন জ্বলে,
কত ঝরে যায়, কত গাঁথে হায়
জয়ের কুসুম হার॥

(কণ্ঠ:—আলপনা ব্যানার্জি)
কথা:—বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী

(২)

(ঝুলন-গান)

দোলে রাই দোলে, দোলে শ্যাম দোলে।
ফুল-দোলনায় মধু-বনছায় (রে)
দোলে রাই দোলে দোলে শ্যাম দোলে॥
নিশি-জাগা পাখী
সাথীটিরে ডাকি
খোঁজে নিরালায়॥
(তাই) খোঁজে নিরালায় (রে)
দোলে রাই দোলে
দোলে শ্যাম দোলে॥
হুঁহুঁ অনুরাগে একি মায়া জাগে!
শাওনের মেঘে হাসে চাঁদ জেগে
দূরে নীলিমায় (তাই)
দূরে নীলিমায় (রে)
দোলে রাই দোলে
দোলে শ্যাম দোলে॥

(কণ্ঠ:—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়)
কথা:—শ্যামল গুপ্ত

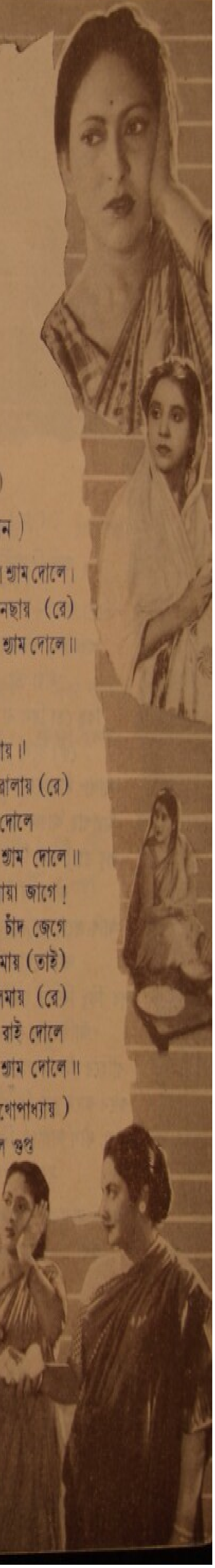

(৩)

(অন্ধ-ভিখারীর গান

ওগো ভগবান !
এত রূপ, এত যে আলো,
মায়া ভরা এই ভুবনে,
কিছু তো দিল না ধরা,
কেন বলো মোর নয়নে ?
আশা- দীপজ্বালার ছলে,
নিরাশার আগুন জ্বলে,
শুধু রয় বেদনা ঘিরে
জীবনের ভাঙাস্বপনে।
আঁখি জলে যখনি তবু
ভাবি মোর কি অপরাধে,
সব কিছু নিয়েছ কেড়ে,
আঁখি মোর কেন যে কাঁদে ?
বাহিরে আঁধার-ঘোরে
কানে কানে তুমি কি মোরে,
বলো, দীপ জ্বালায়ে নিতে
মরমের সেই গহনে ?

(কণ্ঠ :—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়)
কথা :—শ্যামল গুপ্ত

(৪)

(আবহ-সঙ্গীত)

এ পথ আমার সারাদিন ধরে
তোমারি ও পথ চায়।
ক্ষণিকের লাগি যদি বা তোমার
পরশন টুকু পায় ॥
আমার পথের ধূলি
কামনারি কণাগুলি—
তোমার চরণ-চিহ্ন শুধুই
নিয়ত খোঁজে বেড়ায় ॥
সুনীল আকাশ ছায়া দিয়ে ঢাকে
আমার পথের তৃণ।
মনে হয় তার, এ শুধু তোমার—
এ মায়া তোমারি যেন ॥
বাতাসের কানে কানে
শুধায় সে তো অভিমানে,
মিলনের এই ব্যবধান
আরো কত দূর হায় !

(কণ্ঠ :—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়)
কথা—বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী

চরিত্র চিত্রণে

সন্ধ্যারাণী - রেণুকা রায় - পদ্মাদেবী - বাণী গাঙ্গুলী - রাজলক্ষ্মী
শ্যামলী চক্রবর্তী • রত্না গোস্বামী • নমিতা।

রবীন মজুমদার - অসিতবরণ - পাহাড়ী সান্যাল - সত্য বন্দ্যোঃ
কালী ব্যানার্জ্জী - অনুপকুমার - জহর রায় - শীতল বন্দ্যোঃ
মাঃ দেবাশীষ • মাঃ প্রণব • অজন্তা • গীতু • বীথু • রিক্তা • অনীতা
নীতা • বেলা • অমলা • রাণী • পরিতোষ • সন্তু বোস
অনিল ঘোষ • বিমল চক্রঃ • শেলী • হাসী মুখার্জ্জী • সঞ্জয়
সাধন • মাঃ অতনু • বিদ্যুৎ • তারাশঙ্কর মজুমদার
ছবি • গোপাল • মাঃ অসীম • স্বপন কুমার
যোগেন • সুনীল • যাদব • প্রীতিন • অনু
কল্যাণ কুমার • রবীন • নবেন্দু
ইন্দু দত্ত (এ্যাঃ) প্রভৃতি।

নৃত্যে—মায়া চ্যাটার্জ্জী
সীমা দত্ত

1957

মুক্তিপথে ঃ—

সান্‌রাইজ ফিল্মসের

সুরের পরশ

শ্রেঃ উত্তম কুমার ও মালা সিন্‌হা

LIGHT HOUSE

Ftg. ASHOKE KUMAR
NUTAN

12 O'CLOCK

Ftg. GURU DUTT
WAHEEDA REHMAN

একমাত্র পরিবেশক ঃ—সিনে ফিল্মস্‌ প্রাইভেট লিঃ।

National Art Press, 157A, Dharamtala Street, Calcutta-13.